কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ভ্যান চালককে কুপিয়ে হত্যা

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে তাজেম নামের এক ভ্যান চালককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। শুক্রবার রাত ৯টার দিকে উপজেলার নন্দলালপুর ইউনিয়নের বুরুজ বাখই এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত তাজেম কুমারখালী উপজেলার বাখই এলাকার আবুল কাশেমের ছেলে। স্থানীয়রা থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে বুরুজ বাখই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনের মাঠ থেকে মরদেহ উদ্ধার করে হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, পূর্ব শত্রুতার জের ধরে পরিকল্পিতভাবে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটতে পারে। কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জামাল উদ্দিন জানান, নিহতের শরীরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর একাধিক চিহ্ন রয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পূর্ব শত্রুতার জের ধরে এ হত্যার ঘটনা ঘটতে পারে। হত্যার প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনে পুলিশ ইতোমধ্যে তদন্ত করছে।

ঝিনাইদহে নছিমন চালককে কুপিয়ে হত্যা

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে ওমর আলী নামে এক নসিমন চালককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ শুক্রবার সকালে মোবারকগঞ্জ সুগার মিল এলাকার ফার্মের মাঠসংলগ্ন রাস্তার পাশ থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

নিহত ওমর আলী উপজেলার বেলাট গ্রামের বাসিন্দা সাত্তার শেখের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে নসিমন নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন ওমর আলী। এরপর রাতে তিনি আর বাড়ি

ফেরেননি। পরদিন সকালে ফার্মের মাঠে তার মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।

কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘নসিমন ছিনতাইয়ের জন্য তাকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

ঝিনাইদহে জমির লিজ নিয়ে বিরোধে প্রবাসীকে কুপিয়ে হত্যা

জমির লিজ নিয়ে বিরোধের কারণে উভয় পক্ষের সংঘর্ষের জেরে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কালা গ্রামে মাহবুল হোসেন (৪০) নামে এক যুবককে কুপিয়ে আহত করে প্রতিপক্ষরা। আহত মাহবুল ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। মরদেহ ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে।

শনিবার সকাল ১০টার দিকে সদর উপজেলার পদ্মাকর ইউনিয়নের কালা- লক্ষ্মীপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মাহবুল হোসেন কালা গ্রামের সাবদার বিশ্বাসের ছেলে। তিনি কম্বোডিয়াতে থাকেন। সম্প্রতি ছুটিতে তিনি বাড়িতে এসেছেন।

স্থানীয়রা জানায়, স্থানীয় হুমায়নের সমর্থক সিরাজ মোল্লার কাছ থেকে জমি লিজ নিয়ে চাষাবাদ করতেন জিয়ারুল ইসলামের সমর্থক বাটুল বিশ্বাস। সম্প্রতি সিরাজ মোল্লা তার জমি ফেরত নিতে বাটুল বিশ্বাসকে লিজের টাকা ফেরত দেয়। কিন্তু ওই জমিতে ফসলের আবাদ থাকায় ফসল না তোলা পর্যন্ত জমি ফেরত দিতে আপত্তি করেন বাটুল বিশ্বাস। এ নিয়ে সিরাজ মোল্লার লোকজন জমির দখল নিতে শনিবার সকালে জড়ো হয়। এ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা চলে। পরে মাঠ থেকে বাড়ি ফেরার পথে বাটুল বিশ্বাসের সমর্থক কম্বোডিয়া প্রবাসী মাহবুল হোসেনকে একা পেয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে

জখম করে সিরাজ মোল্লা ও হুমায়নের সমর্থকরা। স্থানীয়রা মাহবুল হোসেনকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বেলা ১১টার দিকে মাহবুল হোসেন মারা যান।

স্থানীয় ইউপি সদস্য আলম মিয়া বলেন, জমিজমা নিয়ে বিরোধের বিষয়ে শুক্রবার দিবাগত রাতে স্থানীয় মাতব্বর সহ আমরা উভয়পক্ষকে নিয়ে বসেছিলাম। শনিবার এ বিষয়ে মীমাংসা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই উভয়পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, জমির লিজ ফেরত নেয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের জেরে একজন নিহত হয়েছেন। মরদেহ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় এখনো কেউ কোনো অভিযোগ দায়ের করেনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ঝিনাইদহে পুত্রবধূকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ, শ্বশুর আটক

ঝিনাইদহের শৈলকূপায় শ্বশুরের ধারালো বটির আঘাতে লিমা বেগম (২৯) নামের এক পুত্রবধুর মৃত্যু হয়েছে। লিমা বেগম আব্দুর রবের স্ত্রী এবং মুকুল শেকের পুত্রবধু।

আজ রোববার ভোর ৫টার দিকে উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের পাইকপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত শ্বশুর মানসিক প্রতিবন্ধী মুকুল শেখকে আটক করেছে পুলিশ। মরদেহটি উদ্ধার করে প্রথমে শৈলকূপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পরে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

স্থানীয়দের কাছ থেকে জানা যায়, ভোর ৫টার দিকে ঘুম ভাঙ্গলে নিজ ঘর থেকে বাড়ির উঠানে যান লিমা বেগম। তখন উঠানে দাঁড়িয়ে থাকা মুকুল শেখ তার হাতে থাকা বটি দিয়ে ছেলের স্ত্রীর শরীরে আঘাত করেন। সেসময় চিৎকারে অন্যরা ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে শৈলকূপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে

মৃত ঘোষণা করেন।

শৈলকূপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. আরিফুর রহমান জানান, ওই গৃহবধূকে আমরা মৃত অবস্থাতেই পেয়েছি। তার বুকের উপরের অংশে ধারালো অস্ত্রের আঘাত ছিল। ধারণা করা হচ্ছে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে এবং তীব্র আঘাতে অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে।

শৈলকূপা থানার উপ-পরিদর্শক আব্দুল মান্নান বলেন, এ ঘটনায় মুকুল শেখকে আটক করা হয়েছে। মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরির পর মর্গে পাঠানো হয়েছে। মুকুল শেখ মানসিক ভারসাম্যহীন বলেও অনেকে জানিয়েছে।

মুজিবনগরে ঘুমন্ত অবস্থায় এক ব্যাক্তিকে কুপিয়ে হত্যা

মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের তারানগর গ্রামের আলমগীর হোসেন আলম (৪৪) নামের এক ব্যক্তিকে ঘুমন্ত অবস্থায় কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা।

নিহত ব্যক্তি তারানগর গ্রামের আগবত আলীর মেজ ছেলে।

সূত্র মারাফাতে জানা গেছে, মৃত আলমগীর হোসেন আলম তার স্ত্রী ও তিন সন্তান নিয়ে গতকাল শুক্রবার (০৯ আগস্ট) রাত অনুমানিক সাড়ে ৮ দিকে রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ করে তার স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে নিজ ঘরে এবং আলমগীর পাশের ঘরে ঘুমিয়ে পড়ে। রাত অনুমানিক সাড়ে ১২ টার দিকে তার বড় মেয়ে শুকতারা খাতুন (১৮) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে মৃতের স্ত্রী বেদেনা খাতুন (৩৫)এর সঙ্গে ঘরের বাইরে যেতে চাইলে তাদের রুমের ছিটকানী বাইরে থেকে আটকানো বুঝতে পেরে পাশের ঘরে ঘুমিয়ে থাকা মৃত আলমগীরের বড় মেয়ে একাধিক বার জোরে জোরে ডাকতে থাকে। ডাকাডাকির এক পর্যায়ে সাড়া না পেয়ে মৃতের স্ত্রী বেদেনা খাতুন একই গ্রামে পূর্বপাড়ায় তার শশুর আগবত আলীকে ফোন দিয়ে তাদের রুমের দরজার বাইরে থেকে আলমগীরকে ডেকে সাড়া না দেওয়ার

বিষয়টি জানায়। তাৎক্ষনিকভাবে মৃতের বাবা ও মা আকলিমা খাতুন(৬২) ছেলে আলমগীরের বাড়িতে এসে ছেলের ঘরে গিয়ে ছেলে আলমগীরের রক্তাক্ত মরদেহ দেখতে পেয়ে চিৎকার করতে থাকে। অতঃপর তারা তাদের পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনী শুকতারা (১৮),ইকরামুল (১২) ও ইয়াসমিন(৭)দের রুমের দরজা বাইরে থেকে আটকানো দেখে খুলে দেয়।

শুক্রবার দিবাগত রাত দুইটার দিকে খবর পেয়ে মুজিবনগর থানা পুলিশে একটি টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রাথমিক তদন্ত শেষে লাশ হেফাজতে নেয় বর্তমানে লাশ মুজিবনগর থানায় হেফাজতে আছে।

মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্য (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান,খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থানে গিয়ে লাশ হেফাজতে নেই। প্রাথমিকভাবে ধারনা করা হচ্ছে যে,পূর্ব শত্রুতার জের ধরে অজ্ঞাতনামা খুনি/খুনিরা পূর্ব পরিকল্পিতভাবে এই হত্যাকান্ড ঘটতে পারে। তবে কি কারনে এই হত্যাকান্ড এখনি বলা যাচ্ছে না তদন্ত করার পরে জানা যাবে প্রকৃত কারন। লাশ ময়ন্তাতদন্তের জন্য মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীর করমদিতে শাশুড়িকে কুপিয়ে হত্যা করলো জামাই

পারিবারিক বিরোধের জের ধরে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার করমদিতে রঙিলা খাতুন (৪৫) নামের এক মহিলাকে কুপিয়ে হত্যা করেছে জামাতা বাদশাহ।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে করমদি মাঠ পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। এতে রঙিলার মেয়ে রিনি খাতুনও আহত হয়েছে। অভিযুক্ত জামাতা বাদশাহ একই গ্রামের সাহাবুর পাড়ার রবিউল ইসলামের ছেলে।

খবর পেয়ে গাংনী থানা পুলিশের একটি দল সেখানে পৌছে মরদেহ সুরতহাল রিপোর্ট শেষে উদ্ধারের প্রক্রিয়া চালাচ্ছে।

বিস্তারিত আসছে…